মুক্তধারা

দীপেন্দু চক্রবর্তী

নতুন ফ্ল্যাটে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিয়েই স্বপ্না নাচতে আরম্ভ করল। নাচ শিখেছিল সে, বহুকাল নাচে নি। যৌথ পরিবারে কি এরকম নাচের স্বাধীনতা সে কখনও পেয়েছে?

অশেষের বিরক্তিসূচক চাউনি দেখে স্বপ্নার অভিব্যক্তি ছিল এই রকম।

টুকাই ততক্ষণে নীচে হাউজিং-এর পার্কে দোলনায় বসে দোল খেতে আরম্ভ করেছে।

স্বপ্না জানালা দিয়ে দেখে অশেষকে ডেকে বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো, এ রকম খেলার জায়গা কি ও পাড়ায় ছিল?'

দরজার বেল বেজে ওঠে।

পাশের ফ্ল্যাট থেকে ট্রেতে সরবত নিয়ে এক মহিলার প্রবেশ।

'এর আগে যতবার ফ্ল্যাট দেখতে এসেছো আমি ছিলাম না। তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। বড্ড দূরে আমার অফিস। আজ রোববার তাই...নাও সরবত খেয়ে নাও। এ বেলা কিন্তু আমার বাড়িতে খেতে হবে। আমার কর্তা খাওয়াতে খুব ভালবাসেন।'

স্বপ্নার মনে পড়ে গেল শোভাবাজারের বাড়িতে স্কুল থেকে ফিরে এলে তাকে কেউ এভাবে কোনোদিন মিষ্টিমুখে কিছু খেতে বলে নি। চাকরি করে না বলে বড় বৌ-এর দায়িত্ব ছিল দিনের বেলা রান্না করা, মেজ বৌ-এর পালা ছিল রাত্রে, আর স্বপ্না সেজবৌ। তার দায়িত্ব ছিল স্কুল থেকে এসে জলখাবার করা, চা করা। টুকাই-ও একই সময় দাদুর হাত ধরে বাড়ি ফিরে এসে বলত, 'উঃ কি খিদে পেয়েছে!'

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা-নাম তার ছন্দা-যেই চলে গেলেন, এ ধারের ফ্ল্যাট থেকে এক বৃদ্ধার আবির্ভাব ঃ তাঁর দু হাতে দুপুরের খাবার সাজানো দুটি থালা, পেছনে কাজের মেয়ের হাতে আর একটি। 'তোমরা আসছো শুনেই রেঁধে রেখেছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার ন'পিসির মেয়ের খুব মিল আছে। ক'দিন ধরেই তো যাতায়াত করছো- আমি জানালা দিয়ে দেখেছি। আলাপ করার সুযোগ পাই নি। ছেলে অফিসে যায়, তারপর বৌমা, নাতি যায় স্কুলে। আমার উনি আবার আমার হাতের রান্না ছাড়া... যাক গে, তোমার একটা রান্নার লোক তো দরকার। ঠিক করেছো?

স্বপ্না তাঁকে থামিয়ে বলে, 'কিন্তু মাসীমা, ঐদিকের ফ্ল্যাটে যিনি থাকেন- ছন্দা যার নাম- উনি কিন্তু ওর বাড়িতে এ বেলা খেতে বলে গেছেন। এখন কী করি।'

---'কী আবার করবে। ওর ওখানে রাত্রে খেও। যাও না, বলে এসো।'

বৃদ্ধা চলে গেলে অশেষ জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে টিপ্পনি কাটলঃ 'এবারে বোঝ ঠেলা। হয়তো আর কেউ এসে বলবে, 'বিকেলে কিন্তু আমাদের সঙ্গে চাইজিন খেতে হবে।'

'পাচ্ছ তো তাই ব্যঙ্গ করছো। প্রথমদিন তো একটু করবেই। আমার দিদি যে হাউজিং-এ থাকে ওখানে এখনও সবাই সবাইকে কিছু না কিছু রেঁধে খাওয়ায়। এক সঙ্গে দূর্গাপূজো করে, নাটক করে, দোল খেলে। আমার মত তো দিদি একটা সেকেলে ফ্যামিলিতে গিয়ে পড়ে নি।' স্বপ্না আজ একটা মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান ধরে--- 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।'

স্বপ্নার আচরণে আতিশয্যের লক্ষণ দেখলেও অশেষ তাতে মনে মনে সায় দেয়। সত্যিই তো, ওরও কি কোনো স্বাধীনতা

ছিল ও বাড়িতে! মাঝখানে উঠোন, উত্তরদিকে ঠাকুর দালান, ওধারে কাকার সংসার, এধারে ওদের। কাকার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলের বিয়ে হয়েছে। দুই মেয়ে কলেজে পড়ে। আলাদা রান্না ঘর। অশেষরা তিন ভাই থাকে তিনটে ঘরে, বাবা -মা আর একটিতে। একটি ঘর তালা বন্ধ। ছোট ভাই আমেরিকায় থাকে, সস্ত্রীক এসে ঐ ঘরে থাকে পূজোর সময়। বাড়িতে পালা করে পূজো হয়, একবার বাবা করেন, আর একবার কাকা। জ্যাঠামশাই মারা যাবার পর তার ছেলেরা দোতলায় তালা লাগিয়ে সল্টলেকে চলে গেছে। পূজোর সময় তারাও আসে। ছোট ভাই-এর বৌ মেমসাহেব। পূজোর সময় এখানে এসে শাড়ি পরে, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। মা-বাবা অভিভূত হয়ে যান। ওরা যেকদিন থাকে, বাড়ির নিয়মকানুন শিথিল করা হয়। বাড়ির দরজা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। অন্য সময় যে-কাকা-কাকিমা সারাক্ষণ শরিকি বাকযুদ্ধের ছুতো খুঁজে বেড়ান, এ সময় তাঁরাও আকর্ণ হাসি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অশেষের বাড়ি ফিবতে দেরি হলে এই কাকা-কাকিমাই কাঁচা ঘুম নষ্ট করার জন্য সকালবেলা উঠেই ঝামেলা পাকাত। মা-বাবাও কাকাকে ঘায়েল করে এসে ওকে বকাবকি করত ঃ ‘ এক সঙ্গে থাকতে যদি ইচেছ না হয় তবে আলাদা থাকলেই পারিস।’ আসলে মা-বাবার অত্রোশ স্বপ্নার ওপর। শান্তিনিকতেনে পড়াশুনা করা মেয়ে এ বাড়ির রক্ষণশীলতা মানবে কী করে? তবু সে নাচ গান ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু চাকরি সে ছাড়বে না। মা বলেছিল, টুকাই-এর দায়িত্ব নিতে পারবে না। স্বপ্নাও খুঁজে খুঁজে এমন স্কুল বার করল যে সে মায়ের বাড়ি ফিরে আসার পরে আসে। বড় বৌ-মেজ বৌও স্বপ্নার স্বাধীনচেতা ভাব সহ্য করতে পারে নি। ওরা ছিল এক জোট। একটা ঠাণ্ডা লড়াই হঠাৎ হঠাৎ গরম হয়ে উঠলে কাকিমা লাফিয়ে এসে মধ্যস্থের মহৎ ভূমিকায় নেমে যেতেন। এ এক অদ্ভুত যৌথ পরিবার। রান্না ঘর আলাদা, কিন্তু বাড়িতে ঢোকার দরজা একটাই। অতিথিরা এলে সবাই এক, চলে গেলেই চিমটি কেটে কথা বলা। বড়দা-মেজদার ছেলেমেয়েরাও এতে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল। আর কী অদ্ভুৎ পারিবারিক রাজনীতি ! পলিটিকাল পার্টিগুলো যে কেন এই রকম পরিবার থেকে কৌশলের শিক্ষা নেয় না! মা কাকিমারা বৌমাকে তার শাশুড়ির বিদ্ধে উসকে দেয়। কাকিমাও প্রতিশোধ নেয় বড় বৌ ও মেজবৌকে আড়ালে ডেকে নানান কথা কানে তুলে দিয়ে। স্বপ্না এ সব পছন্দ করে না বলে তার ওপর সবার রাগ। আর অশেষ স্ত্রীকে সমর্থন করে বলে তাকে স্ত্রৈণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যে যাই বলুক, টুকাইকে এই পরিবেশে মানুষ করা অসম্ভব। তাই ধার দেনা করে ওরা ফ্ল্যাট কিনেছে ‘মুক্তধারা’ কোঅপারেটিভে।

এই ‘মুক্তধারার’ পরিবেশ দেখে স্বপ্না মুগ্ধ। চারপাশে এর অদ্ভুৎ সহমর্মিতার আবেশ। ‘কোথায় যাচেছন, স্কুলে ? আসুন না আমার গাড়িতে ?

টুকাই-এর অসুখ? আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি।’ ‘এই তোমাকে কিন্তু পূজোর সময় বাইরে বেড়াতে যেতে দেবো না। তুমি না থাকলে আমাদের নৃত্যনাট্য কে পরিচালনা করবে?’ ‘আন্টি, আমাকে এই গানটা একটু তুলে দেবেন ? আমি এফ-এম-এ গাইব।’

অশেষেরও ভাল লাগে। ‘কী মশাই, এত একা একা থাকেন কেন ? চলে আসুন আমার বাড়িতে খাওয়া- দাওয়ার পর। একটু পান করতে আপত্তি নেই তো ? আরে, একটুখানি রিলিফ!’ ‘চলুন, এই শীতে একটা পিকনিক করি। আপনি যা মজার মজার জোকস বলেন, একেবারে মাতিয়ে দেবেন।’

আর টুকাইও কথায় কথায় এ বন্ধু ও বন্ধুর বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। শোভাবাজারের সেই শ্বাসরোধ করা পরিবেশ থেকে পালিয়ে সে যেন নতুন করে বাঁচতে শিখেছে।

এইভাবে আনন্দে, স্ফূর্তিতে, সদ্য পাওয়া মুক্তির স্বস্তিতে অশেষ-স্বপ্না-টুকাই-এর জীবন কাটল এক বছর। এর মধ্যে একবার শুধু ওরা শোভাবাজারের বাড়িতে গেছিল-- মা-বাবাকে প্রণাম করতে। স্বপ্নার বমি পেয়েছিল শ্যাওলা ধরা উঠোনের কোণে একরাশ এঁটো বাসন দেখে। শ্বশুর বাড়ির কেউ এই ফ্ল্যাটে আসে নি, এমনই অভিমান। বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেও বলবে, কিন্তু চলে গেলেও সহ্য হবে না। স্বপ্নার মা বলে, ‘আরে আমি তো আছি! দরকারে আমাকে ডাকিস। তোর বৌদি কি আমাকে খুব শান্তিতে রেখেছে? তার দেমাকের ঠেলায় তো আমার জীবন যায় যায়। স্বপ্না বোঝে মা কি বলতে চায়। কিন্তু স্বপ্না বিয়ের আগেই মায়ের অযৌক্তিক আধিপত্য মানে নি, এখনও মানবে না। প্রেম করে বিয়ে করার জন্য মা অশেষকে তেমন পছন্দ করে না। বলে, ‘ও কি তোর যোগ্য?’ সেই মা এখানে থাকলে আবার এক অশান্তিতে পড়তে হবে। তার চেয়ে মা দিদির ওখানে মাঝে মধ্যে থাকে সেটাই ভাল। দিদির বড়লোক স্বামী তারপছন্দ করা জামাই। তার সাত খুন মাপ প্রাক্তন

হেডমিস্ট্রেস শাশুড়ির কাছে। বাবাও চিরটাকাল কেমন নির্বিকার! নিজেকে ছাড়া কারোর সমস্যাকে আমল দেন না। তাই মা-বাবার নিত্যি খটাখটি। নাঃ, স্বপ্না তার নিজের পরিবার নিয়ে একাই থাকবে। আবার গান শিখবে,টুকাইকে পড়াবে, গান শেখাবে, অশেষ অফিসের পরীক্ষা দেবে, উন্নতি করবে, এক সঙ্গে উইকএণ্ডে বেড়াতে যাবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গেথাকবে একটা মিষ্টি সম্পর্ক। বেশি সখ্যতাও নয়, আবার বিরোধও নয়। মুক্তধারা'য় এসে ওরা সত্যিই যেন মুক্তি পেয়েছে।

পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমা হঠাৎ একদিন একজোড়া শাঁখা এনে বললেন, 'দেখো মেয়ে, অমন খালি হাতে থেকো না। এই নাও। আর সিঁদুরটা এমন দাও কেন যে দেখাই যায় না?'

মাসিমার গলায় একটা ধমকের সুর ছিল।

স্বপ্না ঘাড় নেড়ে বলে, 'আমি এ সবে বিশ্বাস করি না।'

এমন বড় বড় চোখ করে তাকালেন তিনি যে মনে হল যেন তিনি স্বপ্নার শাশুড়ি হয়ে গেছেন।

যাবার আগে তিনি বলে গেলেন,'তোমার ভালর জন্যই বলতে এসেছিলাম। এই তো সেদিন শম্পার মা পাশের ফ্ল্যাটের বৌটিকে বলেছিল, দেখো তো হয়তো খৃষ্টান। ঐ জন্যই তো শ্বশুরবাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসেছে।'

স্বপ্না আর থাকতে পারে নিঃ 'ওদের বলে দেবেন আমাকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে একটু যেন পত্র-পত্রিকা পড়ে সময় কাটায়। এটা আমার প্রাইভেট ব্যাপার।'

যে-সব বৌ-এরা চাকরি করে না তারা বিকেল হলেই বিয়ে বাড়ির মত সাজ করে হাউজিং-এর পার্কে বসে আড্ডা দেয়। তারপর সদল বলে মাদার ডেয়ারির দুধ আনতে যায়। তারা ভেবেছিল স্বপ্নার কাছ থেকে তারা ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছে কী পরিস্থিতিতে সে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে এসেছে। কিন্তু স্বপ্না যখন দেখল ওরা সারাক্ষণ স্বামী আর পুত্র, শাড়ী আর রান্না নিয়ে কথা বলে তখন ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। ওরা নানান ব্রত পালন করে, পাড়ার মন্দিরে এক সঙ্গে পুজো দিতে চায়। স্বপ্নাকে ওরা সাথী করবেই। স্বপ্না এ সবে বিশ্বাস করে না বলাতে তারাই এবার একে একে ওকে এড়িয়ে যেতে থাকল। পাশের ফ্ল্যাটের ছন্দাদি স্বপ্নার পক্ষে । উনিও তো চাকরি করেন, বেশ ঝকঝকে বুদ্ধির মহিলা, সন্তান নেই, টুকাইকে দাণ ভালবাসেন, টুকাই ওঁদের বাড়িতেই অনেকটা সময় কাটায়--- ওঁর স্বামী অবসর নিয়েছেন, তাঁরই সঙ্গী টুকাই। ছন্দাদি বললেন, 'তুমি এইসব হাউজওয়াইফদের পাত্তা দিও না। ওরা এত ব্যাকওয়ার্ড! আমার সন্তান নেই বলে নানান ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতেও বাধে না।'

অশেষের অভিজ্ঞতাও এখন তিক্ততার দিকে। 'এবারে একটা গাড়ি কিনুন ? আমার এক বন্ধু গাড়ি বিক্রি করবে। আর ইউ ইনটারেস্টেড?' 'ও! এখনও মাস্টার কার্ড করেন নি? কন কন।' সকালে আমরা ক'জন জগিং করি, আসুন না। আড্ডাও হয়। আপনি এমন লেটরাইজার জানতাম না। আর অত রাত করেই বা ফেরেন কেন? গিন্নি কিছু বলেন না?'

অশেষও ওদের এড়াতে চায়। কিন্তু পথে ঘাটে দেখা হলে রক্ষে নেই। কে কোন মডেলের গাড়ি অর্ডার দিয়েছে, কে ওয়াশিং মেশিন কিনে ঝিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, কার ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে দাণ রেজাল্ট করেছে, টুকাই কেন আরও নাম করা স্কুলে পড়ে না, এই সব শুনে শুনে অশেষ হাঁপিয়ে উঠেছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাহিনী শোনে আর প্রতিবেশীদের সেকেলেপনা নিয়ে হাসাহাসি করে। লেখাপড়া শিখেও এরা কেউ আধুনিক হতে চায় না কেন? এরা কেউ সুট পরে, মাতি চালিয়ে অফিসে যায়, ছেলেমেয়েরা টাইট জিনস্ পরে কলেজে যায়, বৌ-এরা বিয়ে বাড়িতে যায় বিউটিপার্লার থেকে সাজগোজ করে, কেউ কেউ তো প্রায়ই বিলেত-আমেরিকায় যায়। তবু অশেষ-স্বপ্নাকে নিয়ে ওদের এত মাথা ঘামানো কেন? ওদের চিন্তা-ভাবনা চালচলন আলাদা বলে? নাকি ওরা মিশে যেতে চায় না বলে? কিন্তু ওরা তো কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নি কখনও? দোষ যদি থাকে তবে এই, ওরা নিজেদের মত করে থাকতে চায়। সবাইকেই যে একই নিয়মে চলতে হবে, এ আবার কেমন আধুনিকতা?

একদিন অশেষ-স্বপ্না রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখে গেট বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি করেও দরোয়ানের কোনো সাড়া মিললনা। সে নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। অগত্যা অশেষ অসংখ্য কুকুরের গর্জন অগ্রাহ্য করে গেট টপকে দারোয়ানের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দরজা খোলানোর ব্যবস্থা করল। বকুনি খেয়ে দরোয়ান বলল,'সেক্রেটারি সাব বলে দিয়েছেন এগারোটায় গেট বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি জানতেন না?'

এর পরের দিন অশেষ সেক্রেটারিকে বলতেই তিনি বললেন, 'আপনি কি জানেন এত রাত্রে আপনার ডাকাডাকির ফলে কত লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে?' এ যেন তার কাকার কণ্ঠস্বর। সেক্রেটারি কিছুতেই মানবে না কলকাতায় ট্যাক্সি পাওয়াটাও কখনও সখনও ভাগ্যের কথা। আর দূরের জায়গা হলে তো কথাই নেই।

আর একদিন টুকাই কাঁদো কাঁদো মুখ করে বলল, 'মা শুভ্রদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওর মা আমাকে ঢুকতে দিল না, বলল, ও এখন আঁকা শিখছে।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্বপ্না দেখল বেলা বারোটা বাজে। আজ রোববার। শীতকাল। এই সময়ই তো আগে ও এ বাড়ি ও বাড়ি করত।'

অশেষ বলল, 'যা ছন্দাদির বাড়ি চলে যা।' ছন্দাদিই টুকাই-এর শেষ আশ্রয় হয়ে উঠল। অশেষ স্বপ্নারও। অন্তত একটা ফ্যামিলির সঙ্গে তো বন্ধুত্বের সম্পর্ক দরকার। কিছু সংসারের সুখদুঃখের কথাও এই কারণে দুই ফ্যামিলির মধ্যে বিনিময় হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন চেঁচামেচি শুনে স্বপ্না জানালা দিয়ে পেছনের ব্লকে তাকাতেই দেখে যাকে তার খুব নিরীহ ঠাণ্ডা মেয়ে বলে মনে হয়েছিল সে 'সোইন, বাস্টার্ড' বলে গালি দিচ্ছে দোতলা থেকে। কারণটা হল, একতলার ভদ্রলোক রোজ নালিশ করেও যখন দেখতে পেলেন ওপরের মহিলা এমন করে শাড়ি মেলেন যে তাদের বারান্দা ঢাকা পড়ে যায় তখন তিনি একটা কাঁচি দিয়ে একটা শাড়ির আঁচল কেটে দিয়ে তাকে জব্দ করে দিয়েছেন। ছিঃ এই কি ভদ্রলোকের কাণ্ড! স্বপ্নার মনে পড়ে যায় শোভাবাজারের বাড়িতে এরকমইএকটা দৃশ্য। উঠোনে সারি সারি দুটো দড়িতে জামা কাপড় মেলা হত। টুকাই শাড়ি ধরে ধরে লুকোচুরি খেলছিল স্বপ্নার সঙ্গে। ফলে কাকার মেয়ের একটা শাড়ি ছিঁড়ে গিয়েছিল। সে কি কাণ্ড! উঠোনে দুপক্ষের প্রায় খণ্ডযুদ্ধ। শেষে কাকার ছোটমেয়ে এসে স্বপ্নার মেলে দেওয়া শাড়ি টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল।

কী মিল! এত মিল হয়ে যাচ্ছে কেন? কাজের লোক নিয়ে কত না রাজনীতি। ওদের কাজের লোককে প্রলোভন দেখিয়ে কাকিমা কত কথা আদায় করে নিতেন। স্বপ্নার শাশুড়িও তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন লোক রাখতেন। কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত দাসীটিকে নিজের কোলে টেনে নিতেন। সেই দৃশ্যই স্বপ্না একদিন দেখতে পেল এখানেই। সেই পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমা, যিনি স্বপ্নাকে রান্নার লোক দিয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে স্বপ্না ব্যাপারটা বুঝেই মেয়েটিকে কড়া ভাষায় ডেকে আনে। মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে কাজে জবাব দিয়ে দেয়। পরে সে জানতে পারে প্রায়ই মহিলা কাজের মেয়েটিকে ঘরে ডেকে এটা ওটা খেতে দিয়ে স্বপ্নার ঘরের কথা জানার চেষ্টা করত।

অশেষ শুনে ভর্ৎসনার সুরে বলেছিল, 'মহিলার আদিখ্যেতাটা আমার প্রথমেই কেমন যেন লেগেছিল। তুমিও তো যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছ এমন ভাব দেখিয়েছিলে। পুরনো জয়েন্ট ফ্যামিলি ছেড়ে যেন তুমি একাই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে ঢুকেছো।'

স্বপ্না আর সহ্য করতে পারে না ঃ 'হ্যাঁ, অনেকেই এসেছে। কিন্তু আমার মত অবস্থা কারো ছিল না। আমাকেশ্বাসরোধ করে মারছিলে তোমরা।'

কিছুদিনের মধ্যেই 'মুক্তধারার' মুখে মুখে ছড়াতে থাকল, স্বপ্নার মতিগতি মোটেই সুবিধের নয়। তাকে ছেলে বন্ধু নিয়ে রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিতে দেখা গেছে। তার বাড়িতেও হরদম ছেলে বন্ধুরা আসে। অশেষও নাকি মেয়ে-বন্ধু নিয়ে আড্ডা দেয়, তাই এত রাতকরে বাড়ি ফেরে। এ খবর দিয়ে গেল সেই ব্রত-পালন-করা একজন স্ফীতকায় হাউজওয়াইফ। সিঁড়ি ভাঙ্গায় তার শরীর ও গলা দুটোইকাঁপছিল।

স্বপ্না ও অশেষ এ সব শুনে হতবাক হয়ে যায়। ঘেন্না আসে এত সাধের এত স্বপ্নের 'মুক্তধারার' ওপর। এ তো সেই শোভাবাজারের যৌথ পরিবারেই থাকা! তার চেয়েও বিশ্রী। তখনকার সেই পুরনো কলকাতার সোঁদা গন্ধ, মান্ধাতার আমলের জীবনচর্চার সঙ্গে মানুষগুলো ফ্রিজ টিভি সমস্ত আধুনিক উপকরণ নিয়েও সনাতন সাংসারিক নিয়মগুলো সোচ্চারে সমর্থন করে যায়, গোপন করে না। এখানে এই চকচকে আধুনিক জীবনচর্চার আড়ালে তো সেই একই ফেলে-আসা মানসিকতার জাল ছড়ানো। স্বপ্না ভেবেছিল যে টুকাইকে শোভাবাজার থেকে সরিয়ে এনে এমন একটা পরিবেশে রাখবে যেখানে সে শরিকি বিবাদের সংকীর্ণতায় মানসিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে যাবে না। কিন্তু এ কী হল এখন!

টুকাইয়ের রেজাল্টক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আসলে ওর মনেও একটা আঘাত লেগেছে। ও প্রথমে অনেক বন্ধু পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। পরে কেমন করে সে যেন একা হয়ে গেল। শোভাবাজারের বাড়িতেও তার দাদা-দিদি ছিল। তারাও বিশেষ মিশত না। কিন্তু এমন করে কেউ তাকে ঘর থেকে বার করে দিত না। তাই তার পড়তে ভাল লাগে না। শুধু মাসির বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে। অশেষ বলে, 'যাক্, যাক্, ঐ বা কী করবে।' স্বপ্না প্রতিবাদ করেছে, 'তাই বলে পড়ার সময়ও

ওখানে থাকবে?'
শ্বশুরবাড়িতে মেজবৌ এ রকমই করত টুকাইয়ের পড়ার সময়। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে এটা ওটা খেতে দিত। একদিন প্রতিবাদ করায় তিনি ঘরে ছুটে গিয়ে শাশুড়ির কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিল ঃ 'টুকাইকে কিছু দেবার ও অধিকার নেই আমার? আমি নাকি ওর পড়াশোনা নষ্ট করতে চাই! এত ছোট মন !
স্বপ্না যা বলেছিল তা হল ঃ 'তোমার ছেলেমেয়ে পড়তে বসলে টুকাইকে ঘরে ডাকো না, আর ও পড়তে বসলেই ডাকো কেন?'
স্বপ্না ভাবে নি এমনই একটা ঘটনা মুক্তধারাতেও ঘটবে। তা-ও আবার ছন্দাদির সঙ্গে। পরীক্ষার সময়ও টুকাই ছন্দা মাসির বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে, মেসোর সঙ্গে বসে টিভি দেখবে। স্বপ্না ছন্দাদিকে অনুযোগের সুরে বলেছিল, আচ্ছা ছন্দাদি, তুমি তো জানো, পরশুদিন থেকেই ওর পরীক্ষা। তবু কেন ওকে বাড়ি যেতে বলো না?'
ছন্দাও কড়াভাবে উত্তর দেয় ঃ 'মা যদি ছেলেকে ধরে না রাখতে পারে, সেটা কি আমার দোষ?'
----'ও যদি তোমার ছেলে হত, আর আমি যদি এমন করতাম, তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে?'
ছন্দাদি হঠাৎ কেমন হিস্টিরিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।
---- 'প্লিজ, এমন করে আমার দুর্বল জায়গায় ঘা দিও না। ছেলেকে আর এখানে আসতে দিও না।

অশেষ বাড়ি ফিরতেই স্বপ্নাও কেঁদে কেঁদে পুরো ঘটনাটা জানাল। অশেষ গম্ভীর হয়ে থাকল। তারপর স্বপ্নাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'যা খুশি বলুক গে । ছেলের ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে ও সব অভিমানকে পাত্তা দেওয়া যায় না।'
কিন্তু টুকাইয়ের এই ভবিষ্যৎ-চিন্তায় দাণ আঘাত এসে পড়ল। টুকাই প্রমোশন পেল না।
প্রতিবেশীদের সহানুভূতি, কণা, স্বপ্নাকে পাগল করে তুলেছে। ছন্দাদি কথা বন্ধ করে দিয়েছে। টুকাই তার দরজার বেল বাজালেও উত্তর দেয় না। ছোট্ট টুকাইয়ের সমস্ত রাগ এসে পড়ে বাবা-মায়ের ওপর। ঘরে ফিরে সে এটা ওটা ভাঙ্গতে আরম্ভ করে প্রচণ্ড রাগে। স্বপ্না ভয়ংকর একটা চিৎকার দিয়ে তাকে থামায়। অশেষ এসে তাকে সজোরে একটা চড় মারে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে টুকাই।
রাত্রে বিছানায় স্বামী-স্ত্রীর ঘুম আসে না। স্বপ্না কেবলই বলে চলে। 'না, এখানে আর নয়। তুমি অন্য ফ্ল্যাটে চলো।' অশেষ ঝাঁঝিয়ে বলে, ' ফ্ল্যাট যেন চাইলেই পাওয়া যায়। আর সেখানকার মানুষগুলো যে এরকম হবে না তার কোনো গ্যারান্টি আছে? এর জন্যও একটা ভাগ্য দরকার।'
আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে অশেষ ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নার ঘুম আসে না। শেষ ভোর রাতে তার চোখ বুজে আসে।
দরজার বেল বাজতেই ছন্দা দরজা খোলে। এ কি ! পাশের ফ্ল্যাটের খোলা দরজা দিয়ে মেজবৌকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জানালা দিয়ে সে যেন দেখতে পেল তার শাশুড়ি পার্কের গাছ থেকে ফুল পাড়ছে।
পেছনের ব্লকে বারান্দায় কাকা-কাকিমা। তারপর সেই হাত নেড়ে মুখ নেড়ে পাড়া-কাঁপানো ঝগড়া। স্বপ্না ঘুমন্ত টুকাইকে কোলে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটছে তো ছুটছে। কোথায় 'মুক্তধারার' গেটটা ? খুঁজে পাচ্ছে না যে! আঃ, অশেষ কী এখনও ঘুমচ্চে? প্লীজ্ অশেষ। একবারটি এসো, গেটটা দেখিয়ে দাও। খুলে দাও গেটটা--- অশেষ---অশেষ!'
একটা গোভানির আওয়াজ শুনে অশেষ স্বপ্নাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেয় ঃ 'কী হল স্বপ্ন দেখছিলে?'
স্বপ্না উঠে বসেই ডুকরে কেঁদে ওঠে ঃ মা গো ! শোভাবাজার আমার পিছু ছাড়বে না ! স্বপ্ন দেখলাম ওরা সবাই আমাদের এখানেই আছে।'
----কি আবোল তাবোল বকছো ! স্বপ্ন স্বপ্নই !
----নাঃ, স্বপ্ন নয়, সত্যি। এই 'মুক্তধারা'ও একটা পচা-গলা যৌথ পরিবার। ঐ শোভাবাজারের বাড়িটার মত। চল না, দূরে কোথাও কলকাতার বাইরে একটুকরো জমি কিনে আমরা থাকবো!
--- মফঃস্বলে ? গ্রামে? খেপেছো? সেখানে গিয়ে দেখবে অবস্থা আরো খারাপ । আমাদের জন্য আছে এই দুটো জায়গাই-- হয় শোভাবাজার, নয় এই 'মুক্তধারা'।
অশেষের কথাটা যেন বিচারকের শেষ কথার মত শোনালো । সহ্য করতে না পেরে স্বপ্না ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে

এসে দাঁড়াল। ভোর হচ্ছে। চোখের জলে ওর দৃষ্টি ঝাপসা। বাঁদিকে তাকিয়েই দেখতে পেল গেটটাকে, যা সে স্বপ্নের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিল না। এখন তো সে দেখতে পেয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন দেখতে পেল কিশোর টুকাই পেশীবহুল হাত দিয়ে গেটটাকে চুরমার করে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে! তারপরই সূর্যোদয়! সূর্যের আলো পড়তেই এই রুদ্ধ খাঁচাটার গেটে জ্বলজ্বল করে উঠল বড় বড় নীল অক্ষরে লেখা 'মুক্তধারা'। গেটের তালা খুলতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দারোয়ান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com